ধর্ম কি আদৌ শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সফলকাম?

বাংলাদেশে এখনো ধর্মের সমালোচনা করার মত পরিবেশ গড়ে ওঠেনি।ধর্মের সমালোচোনা করাটা এখানে খুব কঠিন। কারন চারদিকে ধর্মের পক্ষের শক্তি খুবই সক্রিয়। আমি বহুবার ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন অসুস্থ বিধিবিধানের বিরোধীতা করে পত্রিকায় চিঠি লিখেছি। তারা তা ছাপায় নি। কিন্তু তারাই মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলে। কিন্তু ধর্মের সমালোচনা করতে হবে। নতুবা ধর্ম জগদ্দল পাথরের মত আমাদের উপর চেপে বসবে। ইতিমধ্যে বসেই গিয়েছে বলা যায়। বাংলাদেশে এখন অনেক বেসরকারি টিভি চ্যানেল। প্রতি শুক্রবারে এসব চ্যানেলে ইসলামি অনুষ্ঠান দেখানোর হিড়িক পরে যায়। হুজুর মোল্লারা তাদের মতবাদ প্রচার করে। আর আমাদের দেশের সংকীর্ণ মনের মানুষগুলোও বিভিন্ন প্রশ্ন করে তাদের। তাদের প্রশ্ন শুনে মনে হয় না আমরা আধুনিক যুগে বসবাস করছি। এসব ইসলামি অনুষ্ঠান কি আদৌ আমাদের সমাজের কোনো উপকারে আসছে? এগুলো তো সমাজের মধ্যে বেশি করে কট্টরবাদ ও গোঁড়ামি ছড়াচ্ছে। সমাজকে রক্ষনশীল করে তুলছে। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে। চারদিকে ইসলামের তোষামোদকারি লোকের অভাব নেই। রেডিও টেলিভিশন , পত্রপত্রিকা সবখানেই ইসলাম আর ইসলাম। এমনকি বিদায় সম্বধনেও ইসলাম। আগে বলা হতো খোদা হাফেজ। অথচ গত কয়েক বছর ধরেই দেখছি সবাই আল্লাহ হাফেয বলছে। এগুলোর অর্থ কি?

একটা কথা সবসময়ই শোনা যায় যে ইসলাম নারীর অধীকার দিয়েছে। ইসলাম ধর্মই নাকি নারীকে একমাত্র স্বাধীনতা দিয়েছে। এই বুলিতে এখন আকাশ বাতাস মুখরিত। কিন্তু ইসলাম কি আদৌ কোনো অধীকার নারীকে দিয়েছে? ইসলামি দেশগুলোতে কি তার দৃষ্টান্ত রয়েছে? সেখানে তো নারী অবরুদ্ধ পর্দার অন্তড়ালে। যেখানেই ইসলাম সেখানেই নারী স্বাধীনতা ভুলুণ্ঠিত। যেখানেই ইসলাম সেখানেই নারী কোনো না কোনভাদে রক্ষনশীলতার স্বীকার। সৌদি

আরব, ইরান , ইরাক, কুয়েত, কাতার, ইয়েমেন, ওমান, আফগানস্তান, পাকিস্তান প্রভৃতি মুসলিম দেশে নারীর কি আদৌ কোনো স্বাধীনতা বা অধিকার বলতে কিছু আছে? এসব দেশে তো নারীদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ খুব কম, সৌদি আরবে তো নারীরা খুব বেশী হলে ডাক্তার অথবা শিক্ষিকা হতে পারে। এছাড়া আর সব পেশা তাদের জন্য নিষিদ্ধ, সেখানে নারীদের গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ। নারী একা একা ঘর থেকে বের হতে পারে না। অনাত্বীয় পুরুষের সাথে কথা বলা নিষেধ। বন্ধুত্ব তো দুরের কথা। আপাদমস্তক বোরখা পড়া বাধ্যতামুলক। এগুলা কি নারী অধিকার? ইসলাম কি অধিকার দিয়েছে নারীদের? ইসলাম ধর্ম-ই তো নারীর শত্রু। বর্বর , রক্ষনশীল ইসলামি সমাজে নারীদের জীবন কাটে তো আন্দরমহলে। অধিকার কোথায়? মুসলমানরা খুব বড় গলায় প্রচার করে ইসলাম অধিকার দিয়েছে তো কোথায় সেই অধিকার? আলেম ওলামা, হুজুর মোল্লাদের পরিবারেই তো মেয়েরা বেশী স্বাধীনতা বঞ্চিত। আমরা তো কোনো মেয়ে কারো সামনে না আসলে এটাই বলি যে ‘ ঐ মেয়ে islamic minded ও তাই কারো সামনে আসে না’ তাহলে যখন স্বীকার-ই করে নেয়া হয় যেই ধর্মীয় আনুশাসনের জন্যই নারী কারো সামনে আসে না তাহলে কেন বলা হচ্ছে যে ইসলাম নারীকে মুক্তি দিয়েছে? ইসলাম নারীমুক্তি দিয়েছে - এর মত ডাহা মিথ্যা কথা জগতে ২য়টি নেই। অথচ আশ্চর্যজনক হলো ইসলামের প্রকাশ্যে সমালোচনা করার কোনো সুযোগ ই নেই । আমাদের মুখে কুলুপ এটে দেয়া হয়েছে। নারী অধিকার নিয়ে যারা সভা সেমিনার করেন তারাও ইসলাম ধর্মের সাথে আপোষ করছেন। ভুলেও তারা ধর্মের বিরুদ্ধে টু শব্দ উচ্চারণ করেননা। তাহলে তারা কিসের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন? মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? পশ্চিমা বিশ্বের থেকে মুসলিম বিশ্বে কি নারী স্বাধীনতা বেশী? ইসলাম ধর্মের পর্দা প্রথা নারী প্রতি এক অভিশাপ। এই পর্দার জন্যই যুগ যুগ ধরে মুসলিম সমাজে নারীরা স্বাধীনতা বঞ্চিত। অত্যন্ত কুৎসিত এই প্রথা নারী জীবনকে করেছে ক্ষতবিক্ষত করছে। এরকম বহু মুসলিম পরিবার দেখেছি যেখানে মেয়েরা তাদের পিতা ও ভাই ছাড়া জীবনে অন্য কোনো পুরষকে দেখেনি। এর জন্য কি ইসলাম দায়ি নয়? ইসলামই কি এরকম জীবন নারীকে

যাপন করতে বলে নি? কোরানে কি বলা নেই *‘পুরূষ নারীর কর্তা / পরিচালক যেহেতু আল্লাহ পুরূষকে নারীর ওপর প্রধান্য দান করেছেন কারণ পুরূষ ধনসম্পদ ব্যয় করে ও আয় উপার্জন করে.....যদি স্ত্রীদের মধ্য হইতে কারোর বিদ্রোহী হবার আশংকা করো তবে তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করো , বিছানা হইতে পৃথক করে দাও এবং মারপিট করো’[৪:৩৪] ,‘ নারীরা গৃহে অবস্থান করো, আর পূর্বেকার যুগের নারীদের মত বেশবিন্যাস করে ঘর থেকে বের হয়ো না’[৩৩:৩৩], ‘নারী,সন্তান-সন্ততি,ফসলাদি, স্বর্ণ-রৌপ্য.....ইহজীবনের ভোহ্যবস্তু’ [৩: ১৪]* হাদিসে কি বলা নেই ‘ *তিনটি জিনিশ অকল্যানকর : নারী, বাড়ি , ঘোড়া’[বোখারী], ‘নারী হলো আওড়াত বা আবরনীয় জিনিশ, যখন সে অনাবৃতা হয় তখন শয়তান তাহাকে চোখ তুলিয়া দেখে’।* এর থেকে কি প্রমান হয় না যে তালেবানরা আফগানস্তানে যে অসুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলো তার জন্য মুলত দায়ি ইসলাম? ইসলাম যদি নারী স্বাধীনতাই দেয় তাহলে মুসলিম দেশগুলোতে মেয়েদের খেলাধূলার করানোর জন্য মৌলবাদিদের হুমকি-ধামকি সহ্য করতে হয় কেন? কেন মিডিয়াতে বলা হয় যে অমুক দেশে,অমুক সমাজে ইসলামি বিধান কার্যকর থাকার কারনে মেয়েরা খেলাধূলায় পিছিয়ে আছে? মিডিয়া কি ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালাচ্ছে? মিথ্যাচার চালিয়ে মিডিয়ার কি লাভ?

কোন ধর্ম নারীকে মুক্তি দেয়নি। ধর্ম পুরুষতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর সব ধর্ম পুরুষের লেখা বিধান। পুরুষ যেমব খুশী তেমনি নারীর জন্য শৃঙ্খলা রচনা করেছে। প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন মানুষের উচিৎ ধর্মের বিরোধিতা করা। বিশষ করে ইসলাম ধর্মের। কারন বর্তমানে ইসলাম ধর্ম-ই সবচেয়ে বেশী ভয়ংকর। অন্যান্য ধর্মের প্রভাব বহু আগেই মোটামোটি উঠে গিয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম বর্তমানে দেশে দেশে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদের কারন হয়ে দাড়াচ্ছে। এসব কথা প্রকাশ্যে বলার কোনো সুযোগ নেই এদেশে। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে গলাবাজি করলে মুসলমানরা খুব খুশী হয় এবং এই বাংলাদেশে ও বাহবা পাওয়া যায়। আর ইসলামের বিরুদ্ধে গলাবাজি করলে, নারী অধিকার হরনের

জন্য ইসলামকে অভিযুক্ত করলে তখন হুমকি দেয়া হয় মেরে ফেলার। এই হলো আমাদের দেশের 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' এবং 'মডারেট ইসলাম'। যে ধর্ম সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়, টুটি চেপে ধরা হয় সেই ধর্মের অনুসারীরাই অর্থাৎ মুসলমানরাই বলে যে ইসলাম নাকি খুব শান্তি ও প্রগতিশীলতার ধর্ম। হযরত মুহম্মদ নাকি বিশ্ব শান্তির দূৎ। হতে পারে। কিন্তু তার রচিত ধর্মই এখন সবচেয়ে হুমকি হয়ে দাড়াচ্ছে। কোরান পড়ে মনে হয় তা চোদ্দশ বছর আগের আরব দেশের কোনো লোকের রচনা। সে শুধু সেই সময় সম্পর্কেই জানতো। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ, সমাজ, জাতি সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারনা ছিলনা। সে চেয়েছিলো তার আদর্শই সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অসম্ভব। যার ফলাফল এখনকার বিশ্বে দেখা যাচ্ছে। ইসলাম মানবজাতিকে মুসলিম ও অমুসলিম - এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। মানুষের মধ্যে ঘৃণা ,বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। জিহাদি আদর্শে মুসলমানদের অনুপ্রানিত করছে। মুসলমানরা আমেরিকাকে ঘৃনা করে। আমাদের দেশে প্রতি জুম্মার নামাজে মোনাজাতে বলা হয় '*হে আল্লাহ ইহুদি,নাসারা,কাফেরদের ধ্বংস করো।*' কিন্তু আফগানস্তানে যে তালেবানরা অসভ্য, বর্বর সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলো তাদেরকে উৎখাত করার কামনা করে কোনো মোনাজাত করে নি। আমি মুসলমানদের মধ্যে উগ্রবাদি, মৌলবাদিদের প্রতি অসীম সহানুভুতি দেখতে পাই। মুসলমানরা বুশ-ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে, কিন্তু তালবেনদের বিরুদ্ধে সেই তুলনায় টু শব্দ-ও উচ্চারন করেনি। আর আমাদের দেশের হুজুর মোল্লারাতো সবাই তালবানদের সমর্থক। তাদের পোশাক আশাক, জীবনাচার, মানসিকতা সব-ই প্রমান করে তারা তালেবানি সমাজ পেলে খুব খুশি হতো। মুসলমানরা হলো সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ও সংকীর্ণ মনের জাতি। ধর্ম নিয়ে কোনো কথাই তাদের সহ্য হয় না। সন্ত্রাসের বীজ মুসলমানরাই বপন করেছে। কারন ৯/১১ এর আগে ইরাক যুদ্ধ, আফগানস্তান যুদ্ধ শুরু হয়নি। মুসলমানরাই ৯/১১ এর ঘটনা ঘটিয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দিয়েছে। এখন আমেরিকা-ব্রিটেন উগ্রবাদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে বলে মুসলমানদের আঁতে ঘা লেগে গিয়েছে। কারন মুসলমানদের সাত খুন মাপ। ইসলামবিদ্বেষী হলে

আমাদের দেশের তথাকথিত ‘ধর্মপ্রাণ’ মানুষের খুব আঘাত লেগে যায়। এই ‘ধর্মপ্রান মানুষ’-রাই নারীর শত্রু। নারী নির্যাতন এরা দেখেও না দেখার ভান করে। নারী তার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকার হতে বঞ্চিত - এ ব্যাপারে আমাদের দেশের ‘ধর্মপ্রাণ’ মানুষ নিশ্চুপ। ইসলাম ছাড়া তারা আর কিছু বোঝেনা। এজন্য ই তো এদেশের কোনো উন্নতি নাই। যা কিছু ভাল তার সব-ই মধ্যপ্রাচ্যে আর যা কিছু খারাপ তার সব-ই পাশ্চাত্যে- এই হলো আমাদের দেশের মানুষের মানসিকতা। বোরখা পরলে মাথা ঢাকলে, ঘোমটা দিলে সেটা খুব ‘নৈতিকতা’আর খোলামেলা পোশাক পড়লে সেটা হয়ে যায় ‘অসভ্যতা, অশ্লীলতা, নৈতিক অবক্ষয়’। এমনকি অনেকে খোলামেলা পোশাকের নারীদের ‘পতিতা’ বলতেও দ্বিধা করেননা। এইরকম ঘৃন্য মানসিকতা এদেশের মানুষের। সানিয়া মির্জা যখন হাফ প্যান্ট আর আটশাট টপস পরে টেনিস খেলে তখন মুসলমানরা হই চই করে, হুমকি দেয়। একজন মুসলমান মেয়ে নাকি এরকম পোশাক পরতে পারে না।হায়রে ইসলাম, হায়রে মুসলমান! এই হলো ইসলাম ধর্মের ‘প্রগতিশীলতা’ও ‘নারীমুক্তি’। আমার ঘৃনা হয় মুসলমানদের এরকম অসভ্য মানসিকতা দেখে। রমজান মাস এলেই বলা হয় রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করতে। পবিত্রতা বলতে কি বোঝায়? অনেকেই বলে এ মাসে সিনেমা হল, সিডি ভিসিডির দোকান বন্ধ করে দেয়া উচিৎ। এটা কি পবিত্রতা? এর থেকেই প্রমান হয় ইসলাম একটি উগ্রবাদি, জঙ্গীবাদি ধর্ম। মানুষের ব্যাক্তি স্বাধীনতা হরন করাই এ ধর্মের দৃষ্টিতে ‘পবিত্রতা’। ঠিক তালেবানরা যা করেছিলো। আসলে তালেবান আর প্রকৃত মুসলমান - এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের আচরন-ই এক। ইসলাম তালেবান সমর্থন করে না এটা ডাহা মিথ্যা কথা। রমজানে সিনেমা হল বন্ধ করার পরামর্শ থেকেই তা প্রমান হয়। ইসলামের আদর্শ হচ্ছে একটা উগ্র, রক্ষনশীল বর্বর সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে মানুষের কোনো ব্যাক্তিস্বাধীনতা ও অধিকার থাকবে না। নারী থাকবে বোরখার অন্তরালে। এ সমাজে আধুনিকতা, নারী স্বাধীনতা, অধিকারের কবর রচনা করা হয়। সবাই মুখে কুলুপ এটে বসে থাকবে । কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে টু শব্দ করতে পারবে না। সবাই ধর্ম মানতে বাধ্য থাকবে। এরককমই অসুস্থ ইসলামি সমাজ। প্রতিটি সচেতন বিবেকবান মানুষের উচিৎ

ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া। নতুবা এ ধর্ম আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে। ইসলাম ধর্মকে হুজুর হুজুর করতে আমি বাধ্য না। ইসলামকে মাথায় তুলে রাখতে, এ ধর্মের তোষামোদি করতে আমার কোনো ঠ্যাকা পরেনি। কিন্তু চারপাশে ইসলামের এত প্রশংসা শুনি যে পরিবেশটা অতিপ্রাকৃত হয়ে উঠে। ধর্ম আমাদের সমাজকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। ঘুন ধরিয়ে দিচ্ছে। যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তাকে রুদ্ধ করে সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি আমাদের সমাজে দিন দিন আসন গেরে নিচ্ছে। হাজারটা প্রথা, নিরর্থক বিধি-নিষেধ আমরা মেনে চলছি এবং এগুলোলে আমরা পুজা করছি। এসব প্রথার কোনো দরকার-ই ছিলনা। যেমন আমাদের সমাজে একটি প্রথা প্রচলিত যে ডিভোর্সড মেয়েকে কোনো ছেলে বিয়ে করবেনা। একটি মেয়ে বিয়ে করার পর তার স্বামীকে যদি সে নাও দেখে এবং তারপর কোনো কারনে তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় তাহলে ঐ মেয়েকে অন্য কোনো কুমার ছেলে বিয়ে করতে পারে না। সমাজে এমন একটা ধারনা প্রচলিত যে কোন অবিবাহিত ছেলে যদি ডিভোর্স বা বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে যেন মহাভারত অশূদ্ধ হয়ে যায়। বলা হয় যে ‘ ঐ ছেলে কিভাবে একটা বিধবা/ডিভোর্সস মেয়ে কে বিয়ে করলো?’ এমনকি এরকম-ও দেখেছি যে বিয়ের একদিন পর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে কোনো বিশেষ কারনে এবং তাতে ঐ মেয়ে ‘অপবিত্র’ হয়ে গিয়েছে! তাকে আর কোন অবিবাহিত ছেলে বিয়ে করতে পারবেনা। যখন-ই সে শুনবে মেয়েটির ডিভোর্সড তখন সেই ছেলে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। ডিভোর্সড হওয়া যেন মস্ত বড় এক অপরাধ! এ আমরা কোন সমাজে বাস করছি? এগুলো কি অসুস্থ প্রথা নয়? কেন এগুলোকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে? এর বিরুদ্ধে কেউ সরব না কেন? ইসলাম ধর্মের ধারক ও বাহকরা কোথায়? দেশে হাজার হাজার মেয়ে যৌতুকের অভিশাপে প্রান হারাচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, নিজের ইচ্ছামত জীবন বেছে নিতে, গড়তে বাধার সম্মুখিন হচ্ছে, শ্বশুরবাড়ি-ই একমাত্র মেয়েদের গন্তব্যস্থল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, মেয়েরা মাঠেঘাটে খেলাধুলার অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে, মেয়েরা চাকরি করে স্বাবলম্বী হতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, ইভ টিজিং এর স্বীকার হচ্ছে, ধর্ষিত হচ্ছে এসব কি আমাদের সমাজের মুরব্বিরা দেখেনা? তারা কি কানা? ইসলামপন্থিরাই বা কোথায়? ইসলাম নাকি

নারীমুক্তি দিয়েছে। তাহলে ইসলামপন্থি পরিবারে মেয়েরা অবরুদ্ধ কেন? ইসলামিক পরিবারের মেয়েরা মাঠে ময়দানে খেলাধুলা করে না কেন? মেয়েদের খেলাধুলার আয়োজন করলে হুজুর মোল্লাদের কাছ থেকে বাধা আসে কেন? ধার্মিক পরিবারগুলো তাদের মেয়েদের খেলাধুলায় পাঠায় না কেন? কেন বারবার দেখা যায় মুসলিম দেশের মেয়েরাই সবক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে? ইউরোপ আমেরিকাতে অসংখ্য মুসলিম মহিলা কেন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলাদের থেকে পিছিয়ে আছে? কে তাদের বাধা দিয়েছে? কেন পশ্চিমা বিশ্বে আমাদের উপমহাদেশের মহিলারাই বেশি পারিবারিক নির্যাতনের স্বীকার হয়? এসব প্রশ্নের যুক্তিসংগত উত্তর ভেবে বের করতে। ইসলাম যে মুসলিম বিশ্বের মেয়েদের অনগ্রসরতার জন্য দায়ি সেটা পরিস্কার দিবালোকের মত সত্য। কেউ এটাকে অস্বীকার করতে পারবে না। একথা আমি আগেই বলেছি।

পরিশেষে বলতে চাই যে, আমাদের ভেবে দেখা উচিৎ ধর্ম আদৌ আমাদের জীবনে সত্যি সত্যি শান্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারছে কিনা। সমাজকে সামনে এগিয়ে যেতে ধর্ম আদৌ সফলকাম কিনা সেটা ভেবে দেখার বোধকরি সময় এসেছে।

ফাহমিদা মাহবুব,
মিরপুর,ঢাকা